দৈনিক
খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 6 • Date -6th Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা ৬ • তারিখ -২২ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

বকেয়া ২.২৭ লক্ষ কোটি টাকার দাবিতে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, কেন্দ্রকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ‘দিল্লি চলো’ কর্মসূচি

খোঁজখবর, কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ফের সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার রাজ্যের বকেয়া ২.২৭ লক্ষ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সরাসরি দিল্লি অভিযান ঘোষণার পথে হাঁটলেন তিনি। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ‘দিল্লি চলো’ কর্মসূচি নিতে চলেছে।

এদিকে, একের পর এক কেন্দ্রীয় নেতা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রায় প্রতি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সফরের পরিকল্পনা করছেন। এই অবস্থায় পাল্টা চাপ তৈরি করতে রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত, এর আগেও ২০২৩ সালের অক্টোবরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সাংসদদের প্রতিনিধি দল বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে দিল্লি গিয়েছিলেন। যদিও তৎকালীন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং দেখা করেননি। তার প্রতিবাদে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের দফতরের সামনে ধরনায় বসেন অভিষেক ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ তৃণমূল নেতারা।

তৃণমূলের অভিযোগ, একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এর প্রতিবাদে রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্প চালু করেছে।

কাশ্মীর সীমান্তে গ্রামবাসীদের অস্ত্র ও আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিএসএফ, সন্ত্রাস দমনে নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকার উদ্যোগ

‘অপারেশন সিন্দুর’-এর প্রেক্ষিতে ভিলেজ ডিফেন্স গার্ড প্রকল্পের আওতায় অস্ত্র ব্যবহারের কৌশল, ড্রোন সনাক্তকরণ ও রাতের টহলের প্রশিক্ষণ

খোঁজখবর, নিজস্ব সংবাদদাতা:- জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী গ্রামবাসীদের আত্মরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে অস্ত্রপ্রশিক্ষণ দিচ্ছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ভিলেজ ডিফেন্স গার্ড (ভিডিজি) প্রকল্পের আওতায় এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

২৬ এপ্রিল, পহেলগাঁও-এ পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিদের গুলিতে ২৬ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর পর ‘অপারেশন সিন্দুর’-সহ একাধিক কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভারত। সেই প্রেক্ষাপটেই বিএসএফ-এর এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মৌলিক আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনার কৌশল, আত্মরক্ষার পদ্ধতি, এবং জরুরি পরিস্থিতিতে শান্ত থাকার

প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আপাতত, একে সিরিজ, ইনসাস অ্যাসল্ট রাইফেল এবং হ্যান্ড গ্রেনেড ব্যবহারের প্রদর্শনীমূলক প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে।

তাছাড়া, ড্রোন শনাক্তকরণ, রাতের টহল, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, এবং চেক পোস্টে তথ্য প্রদান – এই বিষয়গুলোতেও ভিডিজিদের প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। ভিডিজি সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্কুল শিক্ষক, পঞ্চায়েত প্রধান সহ সাধারণ গ্রামবাসীরা।

বিএসএফ কর্মকর্তাদের মতে, সতর্ক এবং প্রশিক্ষিত নাগরিকরাই প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারেন। নারী ও কিশোরীদের জন্যও আলাদা আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে কিছু অঞ্চলে। সীমান্তবর্তী এলাকায়

এর পর তিন পাতায়

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি ফরিদ খানের বিস্ফোরক মন্তব্য, বিজেপির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, কলকাতা : তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি ফরিদ খান ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি এই অপারেশনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বাংলায় ‘সিঁদুর’ নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছে। ফরিদ খান বলেন, “সিঁদুর যদি বাংলার মহিলাদের দেওয়ার অধিকার কারো থাকে, তবে তা তাঁদের স্বামীর। বিজেপি নেতাকর্মীদের নয়। বিজেপি বাংলায়

‘সিঁদুর ব্যবসা’ করতে চাইছে।”

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ‘২০০ পার’র স্লোগান দিলেও বাংলার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁর মতে, বাংলার মানুষ বিজেপির উপর ভরসা না করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখে। ফরিদ খান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘বিশ্ব নেতা’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “বিজেপি বাংলায় অশান্তি সৃষ্টির জন্য ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদে বাইরে থেকে লোক এনে ঝামেলা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে।”

অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে ফরিদ খান বলেন, “এটি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে লড়াইয়ের

এর পর তিন পাতায়

বার্লিনে গাঁটছড়া বাঁধলেন মহুয়া মৈত্র ও পিনাকী মিশ্র, রাজনীতির মাঠে চর্চার ঝড়

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী সাংসদ মহুয়া মৈত্র ব্যক্তিগত জীবনে এক বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটলেন। সদ্যপ্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, তিনি ওড়িশার বিজু জনতা দলের (BJD) প্রাক্তন সাংসদ পিনাকী মিশ্রের সঙ্গে জার্মানির বার্লিন শহরে গাঁটছড়া বাঁধলেন। এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনীতির অন্দরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

দু’জনেই দেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ মুখ। মহুয়া মৈত্র ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে দৃঢ়চেতা এবং স্পষ্টভাষী এক নেত্রী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্য ও সাহসী রাজনৈতিক অবস্থান তাকে আলাদা করে চিনিয়েছে। অপরদিকে, পিনাকী মিশ্র চারবার পুরী থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দক্ষতা ও সাফল্যের ছাপ রেখে গেলেও, সাম্প্রতিক সময়ে তিনি কিছু দলীয় মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েন।

এই দুই রাজনৈতিক চরিত্র—একজন তৃণমূল নেত্রী, অপরজন বিজু জনতা দলের প্রাক্তন সাংসদ—এক সময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হলেও,

এর পর তিন পাতায়

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে বিএসএফ জওয়ান অপহরণ, পরে উদ্ধার: সীমান্তে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

মুর্শিদাবাদের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বাংলাদেশি নাগরিকদের হাতে অপহৃত হলেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) এক জওয়ান। পরে, বিজিবি ও বিএসএফের তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভোরে, মুর্শিদাবাদ জেলার নুরপুরের সুতিয়া বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন চাঁদনি চক এলাকায়। অপহৃত জওয়ানের নাম শ্রীগণেশ, তিনি বিএসএফ-এর ৭১তম ব্যাটালিয়নের সদস্য।

প্রথমে অনুমান করা হচ্ছিল যে শ্রীগণেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের ধাওয়া করতে গিয়ে ভুলবশত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করেন। তবে বিএসএফের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, জওয়ান ভারতের সীমানার ভেতরেই ছিলেন। সেই সময় অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখতে গিয়ে তিনি কিছু বাংলাদেশিকে মানবিক কারণে কথা বলার সুযোগ দেন। কিন্তু সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে একদল বাংলাদেশি নাগরিক তাঁকে জোর করে সীমান্ত পার করিয়ে বাংলাদেশের

এর পর তিন পাতায়

সম্পাদকীয়

এবার রাফাল যুদ্ধবিমানের প্রধান কাঠামো ভারতের মাটিতেই তৈরি হবে

এবার রাফাল যুদ্ধবিমানের প্রধান কাঠামো (ফুসেলেজ) ভারতের মাটিতেই তৈরি হবে। ফ্রান্সের দাসল্ট অ্যাভিয়েশন (Dassault Aviation) এবং ভারতের টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড (Tata Advanced Systems Limited – TASL) এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের বড় সাফল্য: এটি ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভরতার দিকে একটি বিশাল পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশেই অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম তৈরির সক্ষমতা বাড়বে। প্রথমবার ফ্রান্সের বাইরে উৎপাদন: এই প্রথমবার রাফাল যুদ্ধবিমানের ফুসেলেজ ফ্রান্সের বাইরে অন্য কোনো দেশে তৈরি হতে চলেছে। এটি ভারতের উন্নত উৎপাদন ক্ষমতা এবং কারিগরি দক্ষতার প্রতি আন্তর্জাতিক আস্থা প্রমাণ করে।

কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর: এই চুক্তির ফলে ভারতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং অত্যাধুনিক অ্যারোস্পেস প্রযুক্তি ভারতের মাটিতে আসবে, যা দেশের প্রকৌশল ও উৎপাদন খাতকে আরও শক্তিশালী করবে।

টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস লিমিটেড (TASL) হায়দ্রাবাদে একটি অত্যাধুনিক উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করবে। এখানে রাফাল যুদ্ধবিমানের ফুসেলেজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ তৈরি হবে, যার মধ্যে রয়েছে: পেছনের ফুসেলেজের পাশের অংশ (lateral shells of the rear fuselage) সম্পূর্ণ পেছনের অংশ (complete rear section) কেন্দ্রীয় ফুসেলেজ (central fuselage) সামনের অংশ (front section) আশা করা হচ্ছে, ২০২৮ সালের মধ্যে প্রথম ফুসেলেজ অংশগুলো উৎপাদন লাইন থেকে বেরিয়ে আসবে এবং প্রতি মাসে দুটি সম্পূর্ণ ফুসেলেজ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এই উৎপাদন কেবল ভারতের চাহিদা পূরণ করবে না, বরং বৈশ্বিক বাজারেও রাফাল ফুসেলেজ সরবরাহ করা হবে।

এটি ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প এবং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক অগ্রগতি!

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ইন্দাস মহাবিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

খোঁজখবর , অভিজিৎ সরকার, বাঁকুড়া:- ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ইন্দাস মহাবিদ্যালয়-এর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ৫০টিরও বেশি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরা সবুজে বাঁচি, সবুজে বাঁচাই — এই শ্লোগানকে সামনে রেখেই আজকের এই মহৎ পদক্ষেপ।

সাংবাদিকদের ক্যামেরার মুখোমুখি হয়ে ছাত্র পরিষদের ছাত্রনেতা আতাউল হক জানেন যে আজকের দিনে ভারতবর্ষ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দিন আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস এছাড়াও বলেন যে গাছ লাগান এবং প্রাণ বাঁচান পরিবেশকে রক্ষা করতে এবং ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছ লাগানো অতি অবশ্যই প্রয়োজন এছাড়া বলেন যে প্লাস্টিক বর্জন ও নোংরা আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা বন্ধ করতে হবে এবং পরিবেশকে আমাদের প্রয়োজন এই অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে মানব সমাজকে

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নিউ বারাকপুর থানার উদ্যোগে সচেতনতা পদযাত্রা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নববারাকপুর : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নিউ বারাকপুর থানার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম মাসুন্দা গভ: কলোনী জিএসএফপি বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষিকা, থানার পুলিশ দের নিয়ে হল পরিবেশ সচেতনতায় পদযাত্রা এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়াদের হাতে পরিবেশ সহ সাইবার সচেতনতার প্লাকার্ড হাতে নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে থেকে কামারশালা বটতলা পর্যন্ত পদযাত্রায় সচেতনতায় বার্তা তুলে ধরা হয়। তারপর বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে ও উদ্যানে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চারাগাছ রোপন করা হয়। থানার পুলিশ পড়ুয়াদের লজেন্স ক্যাডবেরি ও কলম প্রীতি উপহার প্রদান করেন। খুদে পড়ুয়াদের সাথে নিয়ে পুলিশ এলাকায় সবুজায়নে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সবুজ বাঁচাও ভবিষ্যত বাঁচাও বার্তা তুলে ধরেন প্রভাতী পদযাত্রা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ রায় থানার মহতি উদ্যোগে কে সাধুবাদ জানান বিশেষ করে পরিবেশ, সাইবার ও মানব পাচার সচেতনতায় ছাত্র ছাত্রীরা একটু হলেও জানতে এবং বুঝতে পেরেছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে উজ্জ্বলপুকুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বটুকেশ্বর দত্ত সরণিতে লাগানো হবে পাঁচশো চারা গাছ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান:- দূষণমুক্ত পরিবেশ ও সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের উজ্জ্বলপুকুর গ্রামে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৫ই জুন) থেকে শুরু হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় উজ্জ্বলপুকুর মোড় থেকে বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মভিটা ওয়ারি গ্রাম পর্যন্ত 'বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত সরণি' রাস্তার দুই ধারে মোট ৫০০টি চারা গাছ রোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

উদ্যোগের সূচনা করেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ। তাঁর হাত ধরেই প্রথম ধাপে ১০০টি চারা রোপণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ মইনুদ্দিন ও সাইফুদ্দিন চৌধুরী, খণ্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ হাসানুর জামান সহ উজ্জ্বলপুকুর গ্রামের বহু সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুস শুকুর মোহাম্মদ জানান, "বৃহস্পতিবার আমরা প্রথম ধাপে বিধায়কের সহযোগিতায় ১০০টি চারা রোপণ করেছি। পর্যায়ক্রমে আমরা পুরো রাস্তার দু'ধারে ৫০০টি বৃক্ষচারা রোপণ সম্পন্ন করব"।

সবুজের ছায়ায় ঢেকে যাবে বিপ্লবীর স্মৃতিবিজড়িত পথ—এই আশায় প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এল উজ্জ্বলপুকুর গ্রামবাসী।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উদযাপনে রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

খোঁজখবর, কার্তিক ভাণ্ডারী বীরভূম :- বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উপলক্ষে লাভপুর ব্লকের ব্রাহ্মণপাড়া মিরাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ কর্মসূচি। এদিনের কর্মসূচিতে ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান। সকাল থেকেই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হন এলাকার বহু যুবক ও সমাজসেবী মানুষরা। পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ফল ও ছায়া দানকারী গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের হাতে সমিতির পক্ষ থেকে উপহার ও সংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও এদিন রক্তদান শিবিরে ৬০ জন রক্তদাতা, রক্তদান করেন।

উপস্থিত ছিলেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা। বিশিষ্ট সমাজসেবী তরুণ চক্রবর্তী আব্দুল মান্নান শাহীন কাজী ও লালু পাল এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ উপলক্ষে লাভপুর ব্লকের ব্রাহ্মণপাড়া মিরাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ কর্মসূচি। এদিনের কর্মসূচিতে ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান। সকাল থেকেই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হন এলাকার বহু যুবক ও সমাজসেবী মানুষরা। পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ফল ও ছায়া দানকারী গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এ বছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের হাতে সমিতির পক্ষ থেকে উপহার ও সংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও এদিন রক্তদান শিবিরে ৬০ জন রক্তদাতা, রক্তদান করেন।

উপস্থিত ছিলেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা। বিশিষ্ট সমাজসেবী তরুণ চক্রবর্তী আব্দুল মান্নান শাহীন কাজী ও লালু পাল এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

হুগলি:ডন পত্রিকা ও ডন সোসাইটির প্রতিষ্টাতা আচার্য সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত হলো নিজ ভিটায়

১৮৬৫ সালের ৫ ই জুন হরিপালের বন্দিপুর এলাকার পাতকোয়াতলায় জন্ম গ্রহন করেছিলেন আচার্য সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৫ ই জুন বৃহস্পতিবার ১৬১ তম জন্ম দিবসে তাঁরই জন্ম ভিটায় একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উন্মচিত হয় আচার্য সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অবক্ষ মূর্তি।উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচরাম মান্না, হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীন পুলিশ সুপার কামানাশীষ সেন, আরামবাগ সাংসদ মিতালি বাগ,অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর গুপ্ত, অধ্যাপক ডঃ অসিত মিত্র, অধ্যাপক ডঃ অভিজিৎ পাখিরা, হরিপাল বিধায়ক করবী মান্না সহ একাধিক জেলা ও ব্লকের প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিত্বরা।

স্বদেশী আন্দোলন এবং কারীগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আচার্য সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।১৮৯৫ সালে "ভাগবত চতুষ্পাঠী" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন পাশাপাশি ১৯০২ সালে ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন আচার্য সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ সহ একাধিক মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁদের দ্বারা তিনি বিভিন্নভাবে অনুপ্রানিত হয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ভিটায় তাঁর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচনের পর বৃক্ষ রোপন করেন বেচরাম মান্না, প্রাক্তন উপচার্য ভাস্কর গুপ্ত,অসিত মিত্র।

ন্যাশানাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন এর বাংলার সম্পাদক অসিত মিত্র বলেন,ইংরেজরা আমাদের ভালোভাবে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে শিক্ষাদান করতো না। তাই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসারের জন্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকেই ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়। বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং কলেজ তৈরী করা এতে তার অবদান প্রচুর। এখনো ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ কলেজ তাদের কার্যকারিতা বজায় রেখেছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ ভাস্কর গুপ্ত বলেন, " ডন " সোসাইটি প্রতিষ্টা ও ডন পত্রিকার মাধ্যমে বাংলায় প্রথম জাতীয়তাবাদের ভাবধারার উন্মেষ ঘটে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর হাত ধরে। পরে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে ওঠে। তার পিছনে তার অবদান প্রচুর। তা থেকে যখন কলেজ তৈরী হয় তখন ঋষি অরবিন্দের সাথে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ তৎকালীন অনেক মনিষী ওনার সাথে ছিলেন।।

বাংলার এই বিখ্যাত মনীষীর ১৬১ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার তার গ্রামে আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করা হয় আচার্য সতীশচন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে পরিবেশ দিবসে কাপড়ের ব্যাগ বিলি

অলোক আচার্য, নববারাকপুর : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্পে আসুন সবাই শপথ করি প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ি শ্লোগান কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে পথচলতি সাধারণ মানুষ সহ ব্যবসায়ী দের কাপড়ের ব্যাগ বিলি করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। এছাড়াও পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের ৬নং ঝিল পাড়ে এনইউএলএম এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় উদ্যানে দশটি সুপারী গাছ লাগান হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, এনইউএলএম সিটি ম্যানেজার ড. তপন কুমার জানা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ধীরাজ নন্দী সহ অন্যান্যরা।পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন প্রতি বছরের মতো এবছর ও পুরসভার উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। প্লাস্টিক ক্যারিবেগ বর্জন করতে সকলকে বেশি করে সচেতন হতে হবে। সবাই মিলে করি পন বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ। একদিকে প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে স্বচ্ছতা অভিযানে কাপড়ের থলি ব্যাগ তুলে দেওয়া হয় ছোট দোকানদার হকার ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাশাপাশি পরিবেশ সবুজায়নে পুরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের ৬নং ঝিল পাড়ে সুপারি চারাগাছ রোপন করা হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আড়াই হাজার কৃষক নিয়ে সংকল্প অভিযান হয়ে গেল কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি : বিকশিত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সুন্দরবনের কুলতলিতে ২,৫০০ কৃষকের সংকল্প অভিযান হয়ে গেল।আইসিএআর সিফরি, নরেন্দ্রপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সহযোগিতায় সুন্দরবনের কুলতলি অঞ্চলে ২৫০০ কৃষক কে একত্রিত করে ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভারত সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা "বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান"। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের থিম সং এবং একটি রালির মাধ্যমে, যা গোটা দিনের জ্ঞান-বিনিময়, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পালিত হয়। খরিফ মৌসুমের কৃষি পরিকল্পনা,মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ মাছচাষ উন্নয়ন নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে ৭০ জন কৃষককে "মাটি স্বাস্থ্য কার্ড" বিতরণ করা হয়, যা সুনির্দিষ্ট জমির রক্ষণাবেক্ষনে সহায়ক হবে।অনুষ্ঠানে স্থানীয় কৃষকরা তাদের বাস্তব সমস্যাগুলি তুলে ধরেন, অভিজ্ঞতা ভাগ করেন এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। এছাড়াও হালদারপাড়া গ্রামে নির্বাচিত ১০০ জন কৃষক হাতে-কলমে একত্রিত মাছ ও কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অংশ নেন।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, স্বামী শিবপুর্ণানন্দ মহারাজ, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক, আইসিএআর-সিফরির পরিচালক ড. বি. কে. দাস, আইসিএআর-এর ডিডিজি (মৎস্য)), ড. জে. কে. জেনা, আইসিএআর-আটারির পরিচালক ড. প্রদীপ কুমার দে। এই অনুষ্ঠানটি জলবায়ু-সহিষ্ণু চাষাবাদ গ্রহণের একগুচ্ছ সংকল্পের মাধ্যমে শেষ হয়, যা সুন্দরবনের সংবেদনশীল অঞ্চলে আত্মনির্ভর জীবিকার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বার্লিনে গাঁটছড়া বাঁধলেন মহুয়া মৈত্র ও পিনাকী মিশ্র

এক পাতার পর

ধীরে ধীরে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে জড়ান। পরে তা রূপ নেয় প্রেমে এবং শেষপর্যন্ত বিয়েতে। তবে সব চেয়ে নজরকাড়া বিষয়, তাদের এই বিয়ে হয়েছে বিদেশে—বার্লিনে, একেবারে ব্যক্তিগত পরিসরে। কোনও জাঁকজমক নয়, বরং শুধু পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুর উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান। এই 'নিমগ্ন' ধরনের বিয়ে অনেককেই চমকে দিয়েছে, এবং রাজনীতির মাঠে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই বিয়ে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানে সরাসরি প্রভাব ফেলবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে মহুয়া মৈত্র যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম মুখ, তাই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এই সম্পর্ক উড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মধ্যে এক নতুন সেতুবন্ধ তৈরি করতে পারে।

তবে সব কিছু ছাপিয়ে, এই সম্পর্ক রাজনীতির সীমারেখার বাইরের একটি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। মহুয়া মৈত্র ও পিনাকী মিশ্র দু'জনেই প্রমাণ করেছেন যে, রাজনীতির বাইরেও তাদের মানবিক জীবন রয়েছে, যেখানে ভালোবাসা, বোঝাপড়া, এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাই মূল ভিত্তি। এখন দেখার বিষয়, এই দাম্পত্য জীবন কীভাবে প্রভাব ফেলবে তাদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডে। রাজনৈতিক মহলের চোখ এখন সেই দিকেই।

ফরিদ খানের বিস্ফোরক মন্তব্য

এক পাতার পর

বিষয়, যাকে সমগ্র দেশ সমর্থন করেছে। কিন্তু বিজেপি এমনভাবে প্রচার করছে যেন বাংলার সঙ্গে পাকিস্তানের লড়াই হয়েছে। বাংলা ভারতবর্ষের অংশ। বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, দুর্গাপূজা সবসময় সম্মানের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। বিজেপির এই রাজনৈতিক খেলা বাংলার মানুষ বুঝে গেছে।"

এই মন্তব্যের মাধ্যমে ফরিদ খান বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তৃণমূলের এই নেতা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে বাংলার মানুষ তাদের সংস্কৃতি ও নেতৃত্বের প্রতি অটল আনুগত্য রাখে এবং বিজেপির 'রাজনৈতিক সিঁদুর' প্রচারে তারা প্রভাবিত হবে না।

কাশ্মীর সীমান্তে গ্রামবাসীদের অস্ত্র ও আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিএসএফ

এক পাতার পর

তরুণদের উৎসাহ লক্ষ্য করে বিএসএফ আশাবাদী যে এই প্রশিক্ষণ নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং আধাসামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় হবে।

জাতীয় নিরাপত্তায় নাগরিক অংশগ্রহণের এই মডেল ভবিষ্যতে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

বিএসএফ জওয়ান অপহরণ

এক পাতার পর

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় নিয়ে যায়।

ঘটনার পরপরই বিএসএফ দ্রুত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। দুই দেশের সীমান্ত বাহিনীর মধ্যে দ্রুত সমন্বয় তৈরি হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জওয়ানকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক ঊর্ধ্বতন বিএসএফ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, "জওয়ান বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন এবং নিজের ইউনিটে ফিরেছেন"।

এই ঘটনা সীমান্ত নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ রোধে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আরও কড়াকড়ি এবং দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যে আরও সুসংবদ্ধ সমন্বয়ের প্রয়োজন স্পষ্ট হয়েছে।

আরামবাগে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা: দুধের ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় শিশুকন্যার মৃত্যু, গুরুতর জখম বাবা-মা

আরামবাগ: আরামবাগ শহরে হৃদয়বিদারক পথ দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালে গৌরহাটির ইউকো ব্যাংকের সামনে একটি দুধবাহী ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক শিশুকন্যার। গুরুতর জখম তার বাবা ও মা।

প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে, খানাকুলের ঘোষপুর এলাকার বাসিন্দা মির্জা মজাহার আলী তাঁর স্ত্রী এবং ছোট কন্যাকে নিয়ে বাইকে চেপে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডের দিকে এক চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলেন। সেই সময় গৌরহাটি মোড় সংলগ্ন ইউকো ব্যাংকের সামনে হঠাৎই একটি দুধের ট্যাঙ্কার তাঁদের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে।

ঘটনায় তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। দ্রুত স্থানীয় মানুষ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কিন্তু চিকিৎসকরা শিশুকন্যাটিকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি দু'জনের (শিশুর বাবা-মা) চিকিৎসা চলছে এবং তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকা শোকস্তব্ধ। ঘাতক ট্যাঙ্কারটিকে আটক করা হয়েছে । চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে আরামবাগ থানা সূত্রে।

সুন্দরবনকে প্ল্যাসটিক মুক্ত করতে সংকল্প গ্রহন করা হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবসে জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : বৃহস্পতিবার ছিলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস।সারা রাজ্যের সাথে জয়নগর ও কুলতলির প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়, হাসপাতাল চত্বরে বৃক্ষ রোপন, বিতরণ,ট্যাবলো সহকারে সচেতনতা মূলক পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়। এদিন জয়নগর এক ব্লক প্রশাসন, জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত,দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েত,নারায়নীতলা পঞ্চায়েত, শ্রীপুর পঞ্চায়েত,উওর দূর্গাপুর পঞ্চায়েত, জাঙ্গালিয়া, ধোসা চন্দনেশ্বর,খাকুড়দহ পঞ্চায়েত এলাকায় বৃক্ষ রোপন, বিতরণ ও ট্যাবলো সহকারে পদযাত্রা বের হয় এলাকায়।যাতে স্কুল পড়ুয়ারা সহ বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস,জয়নগর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধান, কর্মীবর্গগন। এদিন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণ করেন চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার।জয়নগর সাব টাফিকের উদ্যোগে তিলি পাড়া এলাকায় বৃক্ষ রোপন করা হয় এবং বিতরণ করা হয়।উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাব টাফিক ওসি সুভাষ পাল সহ আরো অনেকে।নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে এদিন বৃক্ষ রোপনে সামিল হন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: বাবুল মজুমদার সহ আরো অনেকে।জয়নগর ২ নং ব্লকের ফুটিগোদা, বাইশহাটা, সাহাজাদাপুর, গড়দেওয়ানি, ময়দা,মনিরতট ও চুপড়িঝাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় গাছ বসানোর মধ্যে দিয়ে পালন করা হয়।সুন্দরবনকে প্লাসটিক মুক্ত করতে এদিন সংকল্প গ্রহন করেন সাধারণ মানুষ।

মানুষের কাছে গিয়ে উন্নয়ন তুলে ধরুন : পার্থ ভৌমিক

অলোক আচার্য, বিশরপাড়া : মান অভিমান ভুলে মানুষের দুয়ারে যান। যারা পেয়ে বসে আছেন তাদের এখন দলের কাজে সময় দিতে হবে। অনেকেই ভাবছেন কাউন্সিলর, এমএলএ কিংবা এমপি হয়েছেন। কেউকেটা হয়ে গিয়েছেন। দুটো মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পেছনে দুটো ছবি না থাকলে দলে আমাদের কোন মূল্য নেই। কেউ যদি নির্দল হিসেবে দাড়াতে চান আপনার হাটুর বয়সী কাউকে হাত জোড়া ফুল চিহ্ন দাড় করালে সে অনায়াসে জিতবে। আমরা যে যেখানে আছি না কেন পুরোটাই আছি। পিছনে দল আছে। মাথার উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সেনাপতির নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা ভোট দোর গোড়ায়, মান অভিমান ভুলে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে পরিষেবা সেবা পৌঁছে দিন। এখনই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। মানুষের কাছে গিয়ে তাদের কাছে রাজ্যের উন্নয়ন তুলে ধরুন। তাদের সমস্যার কথা শুনে তার সমাধানের চেষ্টা করুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর মানুষের কোনও ক্ষোভ অভিমান নেই। আমাদের কারও কারও দুর্ব্যবহারে মানুষের ক্ষোভ থাকতে পারে। তেমন হলে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মানুষের উন্নয়নের কাজ করুন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশরপাড়া যুব সমাজ ময়দানে ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মীসভায় কর্মী দের উদ্বুদ্ধ করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কথাগুলি বলেন দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা ব্যারাকপুর লোকসভার সাংসদ পার্থ ভৌমিক। পার্থ ভৌমিক বলেন কর্মীরাই দলের আসল সম্পদ। দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নববারাকপুর ও উত্তর দমদম বিশরপাড়া মানুষদের অনেক কিছু দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদধন্য ছ ছটি দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিনা দিয়েছেন এলাকার উন্নয়নে। না চাইতেই অনেক কিছু দিয়েছেন। এবার তাকে জেতাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে আরো বেশি শক্তিশালী করতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কে জেতান। দল যখন যাকে মনে করেছে তাকে নিশ্চই কোন না কোন কাজে রেখেছেন। পদ দিয়েছেন। যে বসে আছে নিশ্চয়ই কোন না কোন কাজ পাবেন। যে দলের জন্য ভাববে, দলের হয়ে কাজ করবে, দল তাকে যোগ্য দায়িত্ব দেবে। কর্মীসভার শুরুতে দলীয় ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিধায়ক নির্মল ঘোষ। রাজ্য জাতীয় সংগীত এবং জনগন মন অধিনায়ক জয় হের পর মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন করে সভার সূচনা করেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়, বিধায়ক নির্মল ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক নির্মল ঘোষ, সাংসদ সৌগত রায়, শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, নববারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা হাবড়া বিধানসভার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, নববারাকপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুখেন মজুমদার, উত্তর দমদম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস কর, বিশরপাড়া তৃণমূল নেতা তথা পুর পারিষদ সদস্য দেবাশিষ ঘোষ সহ নববারাকপুর উত্তর দমদম পুরসভার একঝাঁক পুর প্রতিনিধি ও পুর পারিষদ সদস্য ও বরিষ্ঠ তৃণমূল নেতৃত্বরা। নববারাকপুর ও উত্তর দমদম পুরসভার ৫৪ টি ওয়ার্ডের বুথ কর্মী সহ কয়েক হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

দৈনিক খোঁজখবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন - 9775728465

দৈনিক খোঁজখবর
সম্পাদকীয় দপ্তর
1495 মাদুরদহ,কোলকাতা-700107
মোবাইল নাম্বার 9874641563

কুকুড়াহাটিতে ৮ কোটি ব্যয়ে নয়া জেটি, পরিদর্শনে পরিবহন মন্ত্রী

সুদীপ্ত আগুয়ান; হলদিয়াঃ হুগলি নদীর পাড়ে পরিবহন দপ্তরের নয়া উদ্যোগ। প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক মানের নয়া জেটি নির্মাণ করছে রাজ্য পরিবহন দপ্তর। ইতিমধ্যে সেই জেটি তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার নির্মীয়মান সেই জেটি ঘাট পরিদর্শনে যান পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। নিত্যযাত্রীদের সাথেও কথা বলেন তিনি। উল্লেখ্য, হলদিয়া থেকে কলকাতা যাওয়ার অন্যতম দ্রুত পথ হিসেবে বহু মানুষ বেছে নেন কুকুড়াহাটি- রায়চক ও কুকুড়াহাটি- ডায়মন্ড হারবার ফেরি সার্ভিসকে। তবে রায়চক এবং ডায়মন্ড হারবার উভয় জায়গা থেকে ভেসেল কুকুড়াহাটিতে আসায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় কুকুড়াহাটি জেটি ঘাটে। একটি মাত্র জেটি থাকায় যাত্রী ওঠানামার ক্ষেত্রেও ব্যাপক সমস্যা হয়। এমন পরিস্থিতিতে গত লোকসভা নির্বাচনের আগে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবহন দপ্তরের কাছে কুকুড়াহাটিতে নতুন একটি জেটি তৈরির জন্য আবেদন জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতে বর্তমানে হলদিয়ার কুকুড়াহাটিতে শুরু করা হয়েছে অত্যাধুনিক মানে জেটি তৈরির কাজ। পরিবহন দপ্তরের দাবি, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে জেটি তৈরির কাজ। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে খুলে যাবে নয়া এই জেটিটি। কুকুড়াহাটির এই জেটি পুরনো জেটি থেকে ডান দিকে কয়েক মিটার দূরেই তৈরি করা হয়েছে। সংযোগ রয়েছে পুরনো জেটির সাথে। নয়া এই জেটিতে থাকছে বিশ্রামের জায়গা এবং শৌচাগারও। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্ধ রাখতে হয় ফেরি সার্ভিস। সেই সময় যাত্রীরা যাতে দুর্ভোগের শিকার না হন সেজন্য এই ব্যবস্থা। বৃহস্পতিবার নির্মীয়মান জেটির কাজ পরিদর্শনের পাশাপাশি রায়চক- কুকুড়াহাটির মধ্যে রো রো সার্ভিস চালুর জন্য জায়গাও পরিদর্শন করেন পরিবহন মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, বিভাগীয় সচিব, মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। এদিন জলপথেই রায়চক থেকে সরাসরি কুকুড়াহাটি পৌঁছান মন্ত্রী। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী জানান, "আগেই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জেটি তৈরির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। এই জেটি তৈরি হয়ে গেলে বহু মানুষের সুবিধা হবে। এখান থেকে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত প্রত্যেকদিন। তাদের কথা মাথায় রেখেই এই জেটি নির্মাণ। আগামী দু থেকে তিন মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে নির্মাণের কাজ।"

ARO
Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India

Analysts, Research & Movement on

- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in
connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465